একদিন জেরো B এবং আমি। কিংবা -
from kitchen table to round table

ড. শামস্ রহমান

ভদ্রলোকের নাম বাশার । পুর নাম ওবায়দুল বাশার। বয়স প্রায় সাতাত্তর। তাঁর এক কন্যা সন্তানকে আমার কাছে, মানে সুপাত্রে (just kidding) সম্পন্ন করেছেন। সেই সুবাদে তিনি আমার শশুড়। বয়সকালে গ্রীষ্মে হাওয়াই মিঠাই রং-র হাওয়াই সার্ট, আর শীতে double-brested suitই ছিল তার প্রধান পরিধেয়। সেই সাথে closed-shaved গালে সুগন্ধি ফরাসী after-shave। তবে আজ-কাল শুধুই পায়জামা-পাঞ্জাবী। মুখে দাড়ি। দাড়ি আর দেহের গড়নে এখন পুরোপরি 'আংকেল হো'।

কর্ম বা সামাজিক জীবনে তিনি বড় কোন কিছু অর্জন করেছেন কিনা, তা আমার অজানা। আর থাকলেও, আমার কাছে তিনি শুধুই জেরো B (ওবায়দুলের 'ও' - তা থেকে 'জেরো'। আর বাশারের B। জেরো তো জেরো, তাও আবার B - category'এর জেরো)। এ নামেই তাঁকে সম্মোধন করি।

গত মাসে জেরো B বেড়াতে এসেছিলেন সিডনিতে। এ ছিল তার নাতিদীর্ঘ ভ্রমন। ছুটি নিয়ে মেয়েই বাবার সমস্ত কিছু দেখ-শোন করে - কখন কি খাবেন? কোথায় বেড়াতে যাবেন? কি দেখবেন? সেই সাথে শুগার ও কলোস্ট্রোল চেক-আপ, বুকের পেস-মেকারের কার্যকারিতা নিরুপন ইত্যাদি ইত্যাদি।

একদিন গিন্নির ছুটি শেষ। বললো - 'আজ কাজে আমার সারাদিনের ওয়ার্কশপ। আব্বু তোমার দায়িত্বে'। এটা কি প্রস্তাবনা? - যেখানে দেন-দরবারের সুযোগ থাকে? নাকি, শুধুই পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তের নির্দেশ? তা ঠিক ঠাওর করা গেল না বটে, তবে মনে মনে বলি - chain of command অমান্য করা কার সাধ্য!

সেদিন ছিল শুক্রবার। দিনের তাপমাত্রার ভবিষ্যতবাণী আটত্রিশ ডিগ্রির উর্ধে। পারদের উপর তাপের এ প্রচন্ড চাপের যন্ত্রণা আমি নিজেও অনুভব করি - তা সেই সকাল থেকেই। নাস্তা খেতে খেতে জেরো B বললেন, তিনি কিছু শপিং করবেন। আমি বললাম - বেশ তো। বাড়ি থেকে Castle Towers যেতে গাড়িতে উঠতেই পাশের বাড়ির পয়ষট্টি উর্ধ বছরের কোরিয়ান প্রতিবেশির সাথে দেখা। 'তোমার পোষাকটা তো বেশ! দেখতে মজার। নিশ্চয়ই খুব comfortable?' - জোরো B'এর দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা মন্তব্য এবং জিজ্ঞেস, দুই করলেন একি সাথে। সাদা ধব্ধবে কটনের উপর গাড় নীল সুতার কাজের পাঞ্জাবী। অষ্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মে এর চেয়ে লাগ্সই পোষাক আর কি হতে পারে?

নিশ্চয়ই স্মরণ আছে সেই ষাট, সত্তর দশকের কথা, যখন উন্নত বিশ্ব অনুন্নত দেশগুলোতে বেশ সজোরে বাজারজাত করে carolyn, tetron, আর polyester'এর মত বিভিন্ন ধরনের রশায়ন-ভিত্তিক কৃত্তিম বস্ত্র? অথচ, সেই একই সময় প্রাকৃতিক আঁশ-ভিত্তিক সূতি বস্ত্রের প্রসার ঘটায় নিজেদের দেশে। বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবৃত্ত নিজেদের পরিবেশ-পারিপার্শিকতা ভুলে গিয়ে সেদিন আকৃষ্ট হয়ে পরে বিজাতীয়, কৃত্তিম বস্ত্রের উপর। শুধু বস্ত্র-শিল্পেই নয়, দেশ শাসনের পদ্ধতির বেলায়ও একই কথা। শত শত বছর ধরে উন্নত বিশ্ব নিজেদের দেশে গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও চর্চা, এবং তার প্রসার ঘটালেও, তৃতীয় বিশ্বে অন্ততঃ শতকরা ৯৫ ভাগ গণতন্ত্র ধংসের জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তারাই দায়ী। সন্দেহ নেই, ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরবর্তন ঘটছে। সূতি বস্ত্র আমাদের প্রিয় হয়ে উঠছে ক্রমশ এবং তা মহিলা পুরুষের কাছে সমানভাবে। সেই সাথে গণতন্ত্রও। গত ২৫শে এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী কি ঘটেছে তা আমাদের জানা। এতে আমরা সবাই মর্মাহত এবং একই সাথে আতংকিত। তবে কেন ঘটেছে এবং কেন 'এই সময়' ঘটেছে তা হয়তো আমাদের এখনো অজানা। নির্ভরযোগ্য তথ্য ছাড়া সঠিক অর্থে পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষন অসম্ভব। আর এই পরিস্থিতির সুযোগ নেয় গুজব - ছড়িয়ে পরে সমাজের রন্দে রন্দে। এই মূহুর্তে গুজবকে রোধ করে গণতন্ত্রের বোধকে সম্মুন্নত রাখাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। Lets give democracy a chance - একমাত্র তাতেই রক্ষিত হবে বাংলাদেশের জনগণের অধিকারের মর্যাদা।

বাসা থেকে কয়েক মিনিটের drive'এ পৌঁছে গেলাম Castle Towers শপিং মলে। দুপাশে হরেক রকমের দোকান। আমরা হাটছিলাম মাঝপথে। হঠাৎ জেরো B বললেন, তিনি কিছু গহনা কিনবেন। গহনার কথা এলেই উপমহাদেশের মানুষের সাধারণত স্বর্ণের কথাই স্মরণে আসে। আমি কি তার ব্যতিক্রম?। তাই মনে মনে ভাবি - 'এই বয়সে গহনা'? কেন? কার জন্যে? পর-মূহুর্তেই জেরো B সংশোধনি টানলেন - বললেন -

'মানে costume jewellery'। বলি - তাও ভাল। Walk-way'এর এক দোকানে এসে দাঁড়ালাম। হাজারও জিনিস সেখানে। হাতে-কানে-গলায় তো বটেই; সেই সাথে ঠোঁটে এবং নাভিমূলে ঝোলানোর গহনা। এসব দেখে জেরো B মৃদু হাসলেন। বললেন, তার শুধু কান ও গলার চাই। অল্প বয়সী, স্বল্প-পোষাকধারি দোকানি দেখাচ্ছিলেন এক এক করে - হাত আর গলার গহনা। আর জেরো B পরখ করে নিচ্ছিলেন - কোনটার সাথে কোনটা মানায়। মনে মনে বলি - ভদ্রলোকের বাজেট সীমিত, অথচ রুচি বেশ সম্প্রসারিত (typical জেরো B)। জেরো B যখন গহনায় ব্যস্ত, আমার তখন বিক্রেতার আঙ্গুলের নখের দিকে নজর। ভোঁতা করে কাটা দিঘল-দিঘল নখে ভিন্ন ভিন্ন রং-এর নখ-পলিশের প্রলেপ। দশ আঙ্গুলে দশ রং। রং ধনুকেও হার মানিয়েছে। আজকাল প্রসাধনির ক্ষেত্রেও specialisation'এর প্রসার সর্বত্র। Manicure - যা কিনা মূলতঃ নখে রং লাগানো, এ ব্যবসার এখন জম-জমাট। বিংশ শতাব্দির শুরুতে Henry Ford T-মডেলের গাড়ি তৈরীতে mono-specialisation পদ্ধতি প্রয়োগ করে শ্রম-উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। অবশ্য তা বেশী দিন টেকেনি। ষাট দশকে Toyota, Ford'এর দূর্বলতা বুঝতে পেরে multi-specialisation'এর পথে চলে। সেই থেকে Toyota টাট্টু ঘোড়ার মত টক্‌বগিয়ে চলেছে, অথচ, বারাক হোসেনকে বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার দিতে হচ্ছে Ford'এর Fund'এ। দেখা যাক্‌ সাজ-সজ্জার বাজারে নখ রং ধনুর রঙে সাজানোর mono-specialisation'এর ব্যবসা কতদিন চলে।

নাহ! একটা খেলনা-খেলনা ফেলনা গহনা কিনতে জেরো B অনেকটা সময় নিয়ে নিচ্ছেন। 'এত যে দেখছেন, কতগুলো গহনা কিনবেন' - একটু বিরক্তের সুরেই বললাম। ঠোঁটে হাসি হাসি ভাব নিয়ে বললেন - এ বাড়ি ও বাড়ি মিলে পাঁচ বুয়া, আর ড্রাইভারের বৌ - মোট ছ'সেট। 'তা বেশ' - আমি বললাম। সময়ের সাথে সাথে দিনের তাপটাও ইতিমধ্যে বেশ বেড়ে উঠেছে, যা কিনা গা থেকে গলায় এসে উঠেছে। তোষটা পায় ভীষণ। জেরো B'কে কফির প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে যান। পাশেই Costa Coffee। বসে গেলাম দুজনে। জিজ্ঞেস করলাম - কি কফি? এবং কিভাবে চান? জেরো B বললেন, তার জন্য কাপুচিনো। আমার আবার কফির চেয়ে কফির ঘ্রানই মাতায় বেশী। ধূমায়ীত-ফেনায়ীত কাপুচিনো আমারও প্রিয়। বিশেষ করে কেনিয়ানে ব্রাজিলিয়ান মেশানো। তবে কিছুটা সময় মেলবর্ণে থেকে নজর এখন Cafe Latte তে। কলেজে পড়ুয়া চট্‌পটে waiter যুবকটি পাশে এসে দাঁড়াতেই বললাম - One cappuccino and one cafe latte please। সেই সাথে আমার জন্য সিসামে সিডে মাফিন, আর জেরো B'এর জন্য চিজ্‌ কেক order করলাম। এরপর আমাদের মাঝে ক্ষানিকটা নিরবতা। এক সময় নিরবতা ভে- জেরো B বলেন - 'বেশতো! একটা multi-cultural পরিবেশ এখানে'। বলার সময় জেরো B'এর চোখে-মুখে দেখি এক উজ্জ্বল হাসি - এক ধরনের আত্নতৃপ্তির বহিঃপ্রকাশ। হয়তো ভাবছেন - অষ্ট্রেলিয়ার সমাজ যত বেশী বহুজাতিক কেন্দ্রিক হবে - তার মেয়ে এবং মেয়ের জামায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক সুযোগ তত বেশি সম্প্রসারিত হবে (typical migrant সুলভ ভাবনা)।

এরই মাঝে কেক-কফি এসে গেল। কফিতে চুমুকের ফাঁকে ফাঁকে এ পাশ ও পাশ দেখি। সত্যি তো! এতক্ষন খেয়ালি হয়নি। হয়তো দেখতে দেখতে আমার কাছে এ সব দৃশ্য এখন Business as usual হয়ে উঠেছে। যারা টেবিলে টেবিলে serve করছে, তারা প্রায় প্রত্যেকেই anglo-saxon বংশ উদ্ভুত। মাথায় সাদা ধবধবে টুপি-এপ্রন পড়ে যে কফি তৈরীতে মগ্ন, সে নির্ঘাত Italiano। তার ভাঙা চোয়াল আর কিঞ্চৎ কালচে গায়ের র-ই এর প্রমান। পাশেই ধোয়া-মোছার সিংক। সেখানে যে কাজে ব্যস্ত, সে আবার অন্য গোষ্ঠি ভুক্ত। Costa Coffee multi-cultural তো বটেই, সেই সাথে দক্ষতা এবং পারদর্শিতার নিরিখে Division of labour'এর এক চমৎকার উদাহরন। কোন জাতির কোন বিষয়ে competitive adavantage নির্ধারিত হয় সেই জাতির মানবশক্তির দক্ষতা এবং তাদের প্রযুক্তিগত মান ও তা প্রয়োগের intensity'এর উপর। মানে, মানবশক্তির দক্ষতা এবং প্রযুক্তির মানের সমন্নয়ে সৃষ্ট পরিবেশই নির্ধারণ করে কোন্‌ জাতি কি দ্রব্যাদি তৈরী অথবা সেবা প্রদান করবে। পঞ্চাশ দশকে মানব শক্তির দক্ষতা ও পারদর্শিতার মানের বিচারে দক্ষিন কোরিয়া এবং আমরা ছিলাম সমানে-সমান। গত পঞ্চাশ বছরে দক্ষিন কোরিয়া গাড়ি, টিভি, সেল-ফোন তৈরী এবং বিশ্ববাজারে বাজারজাত করার competitive advantage অর্জন করেছে। অথচ, আমাদের অর্জিত হয়েছে lower-end তৈরী-পোষাকের competitive advantage। গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের সম্ভবনার সীমা ছিল না, অথচ অর্জিত হয়নি তেমন কিছু। দুঃখটা সেখানেই।

কফি-কেক শেষে সোজা রওনা হলাম Parramatta টাউন-হলের উদ্দেশে। জুম্মার নামাজের আর বেশী দেরী নেই। জেরো B আগেও এসেছেন এখানে। তাই নামাজের জায়গাটা তার চেনা। গাড়ি পার্ক করতেই তড়িৎ বেগে বেড়িয়ে যান তিনি। আমি ছুটি ওনার পিছু পিছু। গাযায় ইযরায়েলি বোমাবাজির কারণে খুদবায় ফিলিস্তিন পুনরায় প্রাধান্য পায়। বোমাবাজির উগ্রতা দেখে মনে হয় ইহুদিরা গাযাতে গাজা খেয়েই নেমেছে এবার। তা না হলে কিভাবে পারে নিরীহ, নিঃরস্ত্র নারী-শিশুদের এভাবে হত্যা করতে। যারা holocaust'এর স্বীকার, যারা প্রতিনিয়ত স্বরণ করছে holocaust'এর ইতিহাস, তারাই মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে কিভাবে পারে,

নতুন holocaust'এর জন্ম দিতে?

নামাজ শেষে হল থেকে জেরো Bই আগে বেড়িয়ে আসেন। কে বা কারা যেন এক এক করে দু দুটি লিফলেট গুজে দিল জেরো B হাতে। এরা কারা? কিসের লিফলেট? জেরো B মত আমি নিজেও অধিক আগ্রহ নিয়ে পড়ি। একটি সিডনিস্থ ধর্ম ভিত্তিক সংগঠন, অন্যটি অস্ট্রেলিয়ার Young Socialist Group'এর পক্ষ থেকে দেয়া। মজার ব্যাপার, দুটি লিফলেটের বক্তব্য অভিন্ন - 'ইহুদী রাষ্টের আগ্রাসন বন্ধ কর'। আশ্চর্য! এও কি সম্ভব? ইসলামপন্থি এবং সামাজতন্ত্রিদের কি একই কাতারে দাঁড়ানো সম্ভব? এ পর্যায়ে ইতিহাসের দিকে ফেরা যাক্।

পূর্বে যদিও ধর্মীয় মূলমন্ত্রের উপর ভিত্তি করে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের আদর্শে বিভিন্ন দেশের রাষ্টীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এক পর্যায়ে যা সুদূর চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃতি পায়, অটোমান সাম্রাজের পতনের মধ্য দিয়ে তা ক্রমান্বয়ে সংকোচিত হয় এবং এক সময় তার বিলুপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই তৃতীয় বিশ্বের আবির্ভাব ঘটে এবং অনেক দেশেই পুনরায় প্রচেষ্টা চলে ইসলাম ভিত্তিক রাষ্টীয় কাঠামো এবং সমাজ ব্যবস্থা তৈরীর। উদাহরণ অসংখ্য - দক্ষিন এশিয়া, উপমহাদেশ, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে আফ্রিকার কতিপয় দেশ পর্যন্ত। ইসলাম পুনিরায় একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার মধ্যদিয়ে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং ইসলামপন্থির মাঝে এক triangular সংঘাতে রূপ নেয়। যদি উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থা (production & distribution), ধর্মীয় বিশ্বাস, এবং সরকার গঠন পদ্ধতি, এই তিন উপাদানে তিন পন্থিদের বিচার করা যায়, তবে তুলনামূলক ভাবে ধনতন্ত্রী এবং ইসলামপন্থিদের মাঝে মিল বেশী বলে প্রতিয়মান হবে। যেমন ধনতন্ত্রী ও ইসলামপন্থি উভয়ই ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং উভয়ই বাজার অর্থনীতির সমর্থক। মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক তফাৎ উভয় পন্থিই মেনে নেয়। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রিরা নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী এবং centrally planned অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থক। ফলে, তাত্ত্বিকভাবে তিন পন্থি তিন ভাগে বিভক্ত হলেও, গত কয়েক যুগ ধরে সংঘাত ছিল মুলতঃ ধনতান্ত্রিক ও ইসলামপন্থি বনাম সমাজতান্ত্রিক। সেই সাথে ধনতন্ত্রপন্থিরা 'আমার শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' এই কৌশল প্রয়োগ করে, কখনো ইসলামপন্থিদের সাথে (যেমন, আশির দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশার বিরু দ্ধে), আবার কখনো সমাজতন্ত্রিদের সাথে (যেমন, সত্তুর দশকে চীনের সাথে সোভিয়েত রাশার বিরুদ্ধে) আতাঁত করে। অন্যদিকে, শুধুমাত্র আদর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করে ইসলামপন্থিরা ধনতন্ত্রি তথা পশ্চিমা শক্তির সাথে আঁতাত করে। গত ষাট বছরে বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যেখানে সমাজতন্ত্রি ও ইসলামপন্থিদের আঁতাত হয়েছে। আজ নামাজ শেষে Parramatta টাউন হলের সামনে ইসলামপন্থি এবং সামাজতন্ত্রিদের একই ইসুতে একই কাতারে দাঁড়াতে দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। একি এক নতুন ধরনের polarisation? এও কি সম্ভব?

বিকেল চারটায় চেরিব্রুকে চোখের চিকিৎসকের সাথে জেরো B'এর appointment। যথা সময়ে পৌঁছে যাই সেখানে। কিছুক্ষনের মাঝে Young, চৌনিক চেহারার চিকিৎসক শুদ্ধ অজি accent'এ আমাদের ভেতরে যাওয়ার আমন্ত্রন জানায়। চিকিৎসক এবং জেরো B নিজ নিজ আসন ধারন করে এবং আমি অবিভাবকের ভূমিকায় অবতির্ণ হই। যে কোন সেবা প্রদানের মত চিকিৎসা ক্ষেত্রেও PR অতন্তঃ গুরুর্তপূর্ণ বিষয়। নাড়ি নির্ণয় এবং দাওয়াই prescribe করাই যে চিকিৎসকদের একমাত্র কাজ নয়, তা উন্নত বিশ্বের চিকিৎসকরা ভালই জানে। লক্ষ করি দৃষ্টির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার ফাঁকে ফাঁকে চিকিৎসক চেন জেরো B'এর সাথে জুড়ে দেয় খোস-গপ্প। আমি তখন স্তুপ করে রাখা পুরাতন glossy magazine'এর পাতায় পাতায়। ডুবে যাই Demi Moore এবং তার চেয়ে পনের বছরের ছোট নতুন স্বামীকে ঘিরে Gossip-গল্পের মাঝে। মনের পর্দায় ভেসে উঠে সূবর্ণার ছবি। একি শুধুই সূবর্ণ সুযোগের সৎ ব্যবহার, নাকি এ এক ধরনের নারী অধিকার? এ শুধুই Rupert Murdoch কিংবা এরশাদের এককচ্ছত্র অধিকার নয় নিশ্চয়ই? এসব ভাবনাতে আমি যখন নিমজ্জিত, হঠাৎ জেরো B'কে বলতে শুনি - 'মেয়ের কাছে বেড়াতে এসেছি। শীঘ্রি ফিরে যাব বাংলাদেশে'। জেরো B বলে কি? আস্ত একটা মেয়ের জামাই পাশেই বসা, তার কোন উল্লেখেই নেই। No recognition at all...। আশ্চর্য! শুধুই মেয়ের কথা। এও কি এক ধরনের নারী অধিকারের স্বীকৃতি? (typical জেরো B)।

জীবনে আর কিছু না হোক, মা, স্ত্রী এবং চার কন্যার সংসারে জেরো B অন্ততঃ নারী-অধিকার সম্মুন্নত রাখার সাহস অর্জন করেছেন। সেটাই বা কম কি? 'আমরা ক'জন তা পারি?' - নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করি।